IELTS Antibiotic কোর্স

মোঃ ফজলেরাব্বি আফসার

সাবিহা জাহান

লেখকের কথা

IELTS এর পূর্ণ নাম International English Language Testing System যা ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্যে পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মানের একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা। ২০১৮ সালে British Council-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ মানুষ IELTS পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে। করোনা পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি। ডেইলিস্টারের ২০১৩ সালের এক রিপোর্টে পাওয়া যায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১৫-২০ হাজারেও অধিক পরীক্ষার্থী IELTS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ধারণা করা হয় ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটা ৫০ হাজারেরও বেশি।

এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সারা বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে হাজার হাজার কোচিং সেন্টার। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অনেকেই পড়ান। ইন্টারনেট জুড়ে রয়েছে শত শত ফ্রি এবং পেইড রিসোর্স।

কিন্তু এরপরেও IELTS নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক কনফিউশন এবং মিথ। কীভাবে প্রস্তুতি নিবে, কোন বই পড়বে, স্টাডি প্ল্যান কেমন হবে এই সব বিষয়ে নিয়ে চলে ব্যাপক দ্বিধা দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের পরামর্শ ও প্ল্যান দেয়। আর কোর্সে ভর্তি করানোর জন্য দেখানো হয় Tips and Techniques-এর লোভ।

IELTS এ ভালো স্কোর পাওয়ার জন্য কোনো সিক্রেট নেই। আপনি যদি ইংরেজির অর্থ না বুঝেন তাহলে কোনো Tips আর Techniques কাজে লাগবে না। ইংরেজি শুনে বা পড়ে অর্থ বুঝতে পারেন তাহলেই আপনি পারবেন।

একজন শিক্ষার্থীকে ২২,২৫০ টাকা দিয়ে IELTS পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। আর এর প্রস্তুতির জন্য কোচিং-এ ভর্তি, অনেকগুলো বই কেনা এরপর মকটেস্ট সহ আরও কত জায়গায় টাকা খরচ করতে হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের এত টাকা খরচ করা খুবই কঠিন বা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই বইটি বাংলাদেশে পড়াশোনার জগতে নতুন একটি ধারার সূচনা করেছে। একটি বই আপনার অনেকগুলো প্রয়োজন পূরণ করবে। আপনাকে এখন IELTS এর প্রস্তুতি নিতে কোনো কোচিং-এ ভর্তি হতে হবে না, অনলাইনে আর কোনো কোর্স কিনতে হবে না, নতুন করে কোনো বই কিনতে হবে না সেই সাথে কোনো মক টেস্টও কিনতে হবে না।

আমাদের শূন্য থেকে IELTS প্রস্তুতি প্রোগ্রামে একজন শিক্ষার্থী শুধু একটি বই কিনেই তার IELTS প্রস্তুতির জন্য পাবে প্রিমিয়াম মানের সব রিসোর্স। ভিডিও লেকচার, লাইভ ক্লাস, রিয়েল টেস্ট, ভোকাবুলারি, প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ায়লস, মক টেস্ট সহ সবকিছু একসাথে এক জায়গায়। আপনার উচ্চশিক্ষা কিংবা উন্নত জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আমাদের এই প্রচেষ্টা।

বইয়ের সাথে ভিডিও লেকচার, লাইভ ক্লাস এবং প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালস পেতে ভিজিট করুন-

1. Go to course.bdian.org

2. Sign up (Register New)

3. Active course (IELTS ANTIBIOTIC কোর্স)

4. Activation Code:

YouTube: @IELTSBDian

Facebook Group: www.facebook.com/groups/02ielts/

Facebook Page: www.facebook.com/bdian.org

একটি দুঃখজনক বিষয় যে এখন প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে দেখা যায়, যেই বইগুলোতে পাঠকের চাহিদা বেশি থাকে সেগুলো একশ্রেনীর মানুষ স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে অল্পমূল্যে বিক্রি করে। লেখক কিংবা প্রকাশক কারওই কোনো অনুমতি নেওয়া হয় না। একটি ভালো বই লিখতে ও প্রকাশ করে পাঠক পর্যন্ত পৌঁছাতে লেখকসহ আরও অনেক মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। বইগুলো অনেকেরই জীবিকার উৎস হয়ে থাকে । একজন লেখকের কাছে তার বই বুদ্ধিবৃত্তিক সন্তানের মতোন। কেউ যদি এই সন্তানকে চুরি করে অমর্যাদার সাথে বিক্রি করে দেয় তাহলে এটা অত্যান্ত লজ্জার এবং কষ্টের।

এই বই বা বইয়ের কোনো অংশ ফটোকপি/নকল/pdf করে বিক্রি করা ধর্মীয় এবং আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

মোঃ ফজলেরাব্বি আফসার

বইটি যেভাবে পড়বেন

যারা ইংরেজিতে দুর্বল, শূন্য থেকে IELTS প্রস্তুতি নিতে চান তাদের জন্য উপযোগী করে এই বইটি লেখা হয়েছে। সরাসরি IELTS এর বিভিন্ন মডিউলের প্রশ্ন সমাধান করার আগে, প্রাথমিক যে দক্ষতাগুলো দরকার সেগুলো নিশ্চিত করতে এখানে Reading, Grammar, Vocabulary, Writing, Listening এবং Speaking-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে Listening এবং Speaking মডিউলের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির সবকিছু দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে IELTS সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া হয়েছে। কীভাবে IELTS প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কতটুকু ইংরেজির দক্ষতা অর্জন হলে আপনি সহজেই IELTS প্রস্তুতি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে মেন্টরিং পর্বের কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যাতে আপনি নিজের জন্য একটি কার্যকরী Action Plan বানাতে পারেন এবং আপনার Body ও Mind-কে ফোকাস রাখতে পারেন। এই জন্য প্রথম অধ্যায় খুব ভালো করে গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে এবং IELTS প্রস্তুতির জন্য একটি Action Plan বানাতে হবে।

এরপরের অধ্যায় পড়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে Reading Habit গড়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে প্র্যাকটিস করলে আপনার মধ্যে পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে যাবে। IELTS প্রস্তুতির শুরুতে যদি আপনার পড়ার অভ্যাস করা যায় তাহলে আপনি অনেক এগিয়ে থাকবেন। IELTS এ ভালো করার জন্য যতটুকু গ্রামার দরকার সেগুলোই এখানে Exercise-সহ দেওয়া হয়েছে। এগুলো প্র্যাকটিস করলেই হবে।

৪র্থ অধ্যায়ে ভোকাবুলারি শেখার Sustainable method-এর অধীনে IELTS প্রস্তুতিকে বিবেচনা করে ভোকাবুলারি শিখতে হবে। এরপরের অধ্যায়ে Freehand Writing Skill অর্জনের জন্য QnA মডেল অনুযায়ী প্র্যাকটিস করে হবে। এখানে ৩০টি Antibiotic প্র্যাকটিস দেওয়া আছে যা দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়া যাবে। এই পর্যন্ত হলো Pre IELTS Preparation এর জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু।

সবশেষে IELTS Listening এবং Speaking এর অধ্যায় শেষ করবেন। এই মডিউলের প্র্যাকটিস মেটেরিয়ালস কোর্সের মধ্যে পাবেন। এই বই এর উপর নিয়মিত লাইভ ক্লাস হবে। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে Study Community Group-এ পোস্ট করতে পারেন অথবা কোর্সের সাথে QnA সেকশনেও প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা নিয়মিত নতুন নতুন কন্টেন্ট আপডেট করে যাচ্ছি। এছাড়া Speaking Club-এ যুক্ত হতে পারেন। কোর্সের মধ্যেই সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

সূচিপত্র

IELTS পরিচিতি পর্ব	১৩
IELTS কী এবং কেন প্রয়োজন	১৪
IELTS এর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ	১৬
ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ে IELTS কত শক্তিশালী একটি টেস্ট?	১৭
স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ইংরেজি পড়েও কেন IELTS নিয়ে ভয়?	১৮
IELTS প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়?	১৮
IELTS প্রস্তুতি কীভাবে নেওয়া উচিত?	২১
Mentoring পর্বের প্রশ্নসমূহ	২৭
Action Plan কীভাবে বানাব?	৩০
READING	৩১
পড়া কাকে বলে?	৩২
বিভিন্ন ধরনের Reading	৩৩
পড়া নিয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে	৩৬
Reading নিয়ে আমাদের যত সমস্যা	৩৭
Reading Habit গড়ার Ultimate Process	৩৮
Critical Reading	৪২
কীভাবে Critically একটি প্যারাগ্রাফ পড়বেন?	৪৩
GRAMMAR	৪৫
IELTS পরীক্ষায় গ্রামার কীভাবে কাজে লাগে?	৪৬
Comprehension Skill	৪৬
Comprehension Skill এর জন্য মূলত কী কী জানা লাগে?	৪৬
Parts of Speech	৪৭
Noun	৪৭
Noun/Noun Phrase বাক্যের কোথায় বসে	৪৮
Noun চেনার উপায়	৪৯
Quantifiers	৫২
Exercise	৫৪
Adjective	৫৮

Adjective/Adjective Phrase বাক্যের কোথায় বসে	৫৯
Adjective চেনার উপায়	৬০
Degrees of Adjectives	৬২
Exercise	৬৬
Verb	৬৭
বাক্যে Verb কীভাবে বসে?	৬৭
Verb চেনার উপায়	৬৮
Exercise	৬৯
Adverb	৭০
Adverb বাক্যে কোথায় বসে?	৭০
Adverb চেনার উপায়	৭১
Exercise	৭৩
Connector/Linking Word	৭৪
Exercise	৮৬
Preposition	৯১
Exercise	৯৬
Exercise for Parts of Speech	৯৮
Real IELTS Question Exercise	১০২
Tense	১০৫
Structure of All Tense	১০৫
সাধারনত যেখানে ভুল বেশি হয়	১০৮
Modal verb	১১০
Causative verb	১১১
Sentence	১১৩
একটি Sentence কীভাবে গঠিত হয়?	১১৩
কীভাবে বড় বড় বাক্য বানানো হয়?	১১৩
Modifier	১১৪
Exercise	১১৬
Clause	১১৬

Exercise	১১৮
Reduced Clause	১১৯
কীভাবে বাক্যে Clause reduce করা হয়?	১২০
Exercise	১২১
কীভাবে Sentence Analysis করবেন?	১২২
Cambridge 16 এর Test 01 Passage 01 এর একটি লাইন	১২৩
ইংরেজি পড়ে অর্থ বোঝার কৌশল	১২৪
English vs Bangla বাক্য	১২৫
English এবং Bangla বাক্যের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য	১২৫
কীভাবে ইংরেজি বাক্য পড়ব?	১০৬
Practice Exercise	১২৯
Cambridge 01 Test 01 Passage 02 ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাংলা অনুবাদ	১৩১
Exercise Answer	১৪৭
VOCABULARY	১৬৩
Vocabulary দুর্গ জয়	১৬৪
ভোকাবুলারি শেখার প্রয়োজনীয়তা	১৬৪
আমরা যেভাবে ইংরেজি ভোকাবুলারি শিখি	১৬৪
ভোকাবুলারি শেখার মারাত্মক কিছু ভুল পদ্ধতি	১৬৫
ভোকাবুলারি শেখার Sustainable Method	১৬৬
ভোকাবুলারি শেখার মাইন্ড ট্রেনিং	১৬৭
হাতেকলমে প্র্যাকটিস	১৬৮
Ultimate Vocab Practice Template	১৭০
WRITING	১৭৭
লেখালিখি বলতে কি বোঝায়?	১৭৮
লেখালিখির উপকারিতা	১৭৮
কীভাবে লেখালিখি শুরু করব?	১৭৯
লেখালিখিতে দক্ষতা অর্জনের সিক্রেট	১৮০
Freehand Writing এর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি	১৮১
উদাহরণ ১	১৮২

উদাহরণ ২	১৮৩
উদাহরণ ৩ (IELTS)	১৮৫
উদাহরণ ৪ (BCS)	১৮৭
Antibiotic প্র্যাকটিস	১৯৯
IELTS Antibiotic Topic	২০০
কীভাবে এই প্র্যাকটিসগুলো করব?	২০০
IELTS পরীক্ষায় কীভাবে এই প্র্যাকটিসগুলো আপনার স্কিল বাড়াবে?	২০০
Day 01: Global Warming	২০১
Day 02: The Colorful World of Fruits	২০৪
Day 03: Overcoming Over-Pollution	২০৭
Day 04: The Wonders of Water	২১০
Day 05: The Marvelous Sea	২১১
Day 06: The Problem of Deforestation	২১৩
Day 07: Mental Health Awareness	২১৪
Day 08: The Impact of Social Media	২১৫
Day 09: Racial Discrimination	২১৬
Day 10: Youth Unemployment	২১৮
Day 11: Political Corruption	২১৯
Day 12: Urbanization	২২১
Day 13: Freedom Of Speech	২২৩
Day 14: Child Labour	২২৪
Day 15: Globalization	২২৫
Day 16: The Impacts of Overpopulation	২২৬
Day 17: Sustainable Development	২২৯
Day 18: Economic Inequality	২৩২
Day 19: Fake News	২৩৪
Day 20: Balanced Diet	২৩৭
Day 21: Online Friendships	২৪০
Day 22: Senior Citizen Care	২৪৩
Day 23: Work-Life Balance	২৪৬

Day 24: Food Security	২৪৯
Day 25: Public Vs Private Healthcare	২৫২
Day 26: A Funny Day at the Village Fair	২৫৫
Day 27: My Morning Walk Routine	২৫৭
Day 28: My Childhood Days Playing Cricket	২৬০
Day 29: A Promise to My Younger Sister	২৬২
Day 30: Choosing My Career Path	২৬৫
IELTS LISTENING	২৬৯
Listening বলতে কী বোঝায়?	২৭০
IELTS Listening এর নাড়িনক্ষত্র	২৭০
এক নজরে IELTS Listening	২৭২
IELTS Listening এ প্রশ্নের ধরন	২৭৩
IELTS Listening Skills	২৭৩
Name and Place	২৭৩
Number	২৭৪
Decimal Fraction	২৭৭
Time	২৭৭
Days	২৭৭
Months	২৭৮
Seasons	২৭৮
Hour	২৭৯
Date	২৭৯
Frequency	২৭৯
Telephone Conversation	২৮০
Word to Express Emotion	২৮২
Positive and Negative Meaning	২৮৪
Negative Words	২৮৪
Negative Prefixes	২৮৫
Positive Words	২৮৫

Positive Prefixes	২৮৬
Comparisons	২৮৬
Contrasts	২৮৬
Sequence of events or processes	২৮৭
Similar Sounds	২৮৭
IELTS Listening এ কিছু কমন ভোকাবুলারি আছে যেগুলো Conversation এর মধ্যেই প্রায়ই পাওয়া যায়।	২৮৮
IELTS Listening Black Magic	২৯০
Practice Exercise Reading	২৯০
Gap Filling	২৯৪
Gap Filling প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য	২৯৫
নমুনা প্রশ্ন	২৯৫
শতভাগ নির্ভুল উত্তর করার পদ্ধতি	২৯৮
Practice Exercise	২৯৯
Multiple Choice Question	৩০৩
Multiple Choice- প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য	৩০৩
নমুনা প্রশ্ন	৩০৪
শতভাগ নির্ভুল উত্তর করার পদ্ধতি	৩০৫
Practice Exercise	৩০৫
Matching	৩০৯
Matching- প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য	৩০৯
নমুনা প্রশ্ন	৩১০
শতভাগ নির্ভুল উত্তর করার পদ্ধতি	৩১১
Practice Exercise	৩১১
Map/Plan/Diagram Labelling	৩১৫
Map/Plan/Diagram Labelling- প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য	৩১৫
নমুনা প্রশ্ন	৩১৫
শতভাগ নির্ভুল উত্তর করার পদ্ধতি	৩১৬
Practice Exercise	৩১৬
IELTS SPEAKING	৩২১

IELTS Speaking এর নাড়িনক্ষত্র	৩২২
Speaking-এ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং এর সমাধান।	৩২৩
ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে কেন টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ?	৩২৪
IELTS Speaking- এর প্রস্তুতির জন্য কেন আমাকে টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করতে হবে?	৩২৪
আমি তো IELTS পরীক্ষা দিব তাহলে কেন বাংলা টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করব?	৩২৪
বাংলা উচ্চারণ প্র্যাকটিস	৩২৫
বাংলা দুরূচ্চার্য শব্দ [Bangla Tongue Twisters]	৩২৭
স্পষ্ট উচ্চারণ VS শুদ্ধ উচ্চারণ	৩২৯
Articulation Practice	৩৩০
English Tongue Twisters	৩৩৩
Consonant Tongue Twisters	৩৩৩
Hard Tongue Twisters	৩৩৪
Tongue Twister Sentences	৩৩৫
IELTS Speaking প্রশ্নগুলোর উত্তর বলার কৌশল	৩৩৫
কীভাবে Speaking Que Card এর উত্তরের জন্য তথ্য সাজাবেন	৩৩৬
Most Comon Topic for IELTS Speaking	৩৩৮
Topic: People	৩৩৮
Topic: Place	৩৪৯
Topic: Time	৩৫৯
Topic: Food	৩৬৯
Topic: Fashion and Apparel	৩৭৯
Topic: Science & Technology	৩৮৯
Topic: Environment	৩৯৯
Topic: Education & Work	৪০৪

অধ্যায় - ১

IELTS পরিচিতি পর্ব

এই অধ্যায়ে IELTS-এর কী এবং কেন প্রয়োজন, এর ইতিহাস, IELTS পরীক্ষা ইংরেজি ভাষা যাচাইয়ের কত শক্তিশালী টেস্ট, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, কেন IELTS নিয়ে ভয় কাজ করে এবং কীভাবে IELTS প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আপনার IELTS প্রস্তুতির জার্নি শুরু করার আগে এই তথ্যগুলো খুব ভালো করে জানা উচিত।

IELTS কী এবং কেন প্রয়োজন

আইইএলটিস (IELTS) এখন বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। ঠিক বিসিএস যেমন হাজারো তরুণের স্বপ্ন তেমনি IELTS পরীক্ষা দিয়ে উন্নত জীবনের আশায় ইউরোপ বা আমেরিকায় পারি জমানো লাখো মানুষের স্বপ্ন। IELTS এর পূর্ণ নাম International English Language Testing System যা ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্যে পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মানের একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা। মূলত যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি না তাদেরকে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে শিক্ষা কিংবা কাজের জন্য যেতে হলে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণের জন্য এই পরীক্ষা দিতে হয়।

IELTS এর সূচনা হয় ১৯৮৯ সালে এবং তখন থেকে পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা পাওয়া শুরু করে। যৌথভাবে British Council, IDP: IELTS Australia এবং Cambridge English Language Assessment এর মালিকানাধীন একটি পরীক্ষা পদ্ধতি। সারা বিশ্বের প্রায় ১৪০ টিরও বেশি দেশে ১১ হাজারেও অধিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি অর্গানাইজেশনের দ্বারা স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ৩,০০০ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ১.৫ বিলিয়নের অধিক মানুষ ইংরেজিতে কথা বলেন। এটি সারা বিশ্বের ৬৭টি দেশ এবং ২৭টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অফিসিয়াল ভাষা। এছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংঘ, NATO, European Union সহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন, কোম্পানির অফিসিয়াল ভাষাও ইংরেজি। ইংরেজি বর্তমানে এত শক্তিশালী একটি ভাষা যা অনেক দেশের মাতৃভাষার থেকেও বেশি ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র যোগাযোগের জন্য নয় বরং শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী এমনকি বিনোদনের জন্যও ইংরেজি জানা অত্যাবশ্যকীয়।

ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণ এবং এর স্বীকৃতির জন্য IELTS পরীক্ষা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকরী। একটি ভালো IELTS স্কোর আপনাকে বেশ কিছু সুযোগ এনে দিতে পারে। যেমন;

১। ইংরেজি ভাষায় নিজেকে দক্ষ করার জন্য।

২। বিদেশে কোনো চাকরি পেলে, সেখানে বসবাসের জন্য।

৩। উচ্চশিক্ষা (অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি) গ্রহণের জন্য ।

৪। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য।

৫। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব পাওয়ার জন্য।

৬। ইংলিশ ইন্ডাস্ট্রি ক্যারিয়ার গড়ার জন্য।

৭। এছাড়াও ইমিগ্রেশন, জব, ট্রেনিং, ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে চাইলে IELTS সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

২০১৮ সালে British Council-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ মানুষ IELTS পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে। করোনা পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি।

ডেইলিস্টারের ২০১৩ সালের এক রিপোর্টে পাওয়া যায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজারেও অধিক পরীক্ষার্থী IELTS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০২১ সালে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাড়ায় প্রায় ৩৫ হাজারেরও বেশি এবং ২০২২ সালে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ IELTS পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন।

একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে ২০২১ সালে ইংরেজি দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সারা বিশ্বজুড়ে যত ধরনের টেস্ট আছে তাদের সম্মিলিত মার্কেট ভেলু প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার। ধারনা করা হচ্ছে ২০৩০ সালে তা ১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার্কেট শেয়ার হলো IELTS-এর। এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সারা বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে হাজার হাজার কোচিং সেন্টার, লিখা হয়েছে শত শত বই এবং তৈরি করা হয়েছে অনেক ধরনের কোর্স। ইন্টারনেট জুড়ে রয়েছে শত শত ফ্রি এবং পেইড রিসোর্স। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অনেকেই পড়ান।

IELTS-এ মূলত তিন রকমের টেস্ট হয়ে থাকে। ১। IELTS Academic ২। IELTS General Training ৩। UKVI and IELTS Life Skills.

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে IELTS Academic টেস্টের স্কোরের প্রয়োজন হয়। মূলত একজন শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষায় একাডেমিক পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারবেন কি না তা বুঝার জন্যই IELTS Academic টেস্টের স্কোর চাওয়া হয়।

IELTS General Training টি মূলত যারা Australia, Canada, New Zealand, UK তে অধিবাসী বা কাজের জন্য যেতে চান তাদের জন্য। এই সব দেশে কাজ করা এবং বসবাসের জন্য ভিসার আবেদন করলে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইর জন্য IELTS General Training এর স্কোর প্রয়োজন হয়।

UKVI এর পূর্ণ নাম হচ্ছে United Kingdom Visa and Immigration। UKVI IELTS পরীক্ষাগুলো বিশেষত UK home office দ্বারা নির্ধারিত প্রশাসনিক শর্ত এবং মানদণ্ড পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং UKVI দ্বারা অনুমোদিত একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে দিতে হয়।

UKVI IELTS মূলত যারা UK-তে নির্দিষ্ট কিছু ভিসার জন্য আবেদন করে তাদের ইংরেজির speaking এবং listening-এর দক্ষতা যাচাই করার জন্য। যেমন;

১। কেউ যদি UK-তে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোনও আত্মীয়, স্ত্রী/স্বামী সাথে থাকতে চান।

২। কেউ যদি ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে থাকতে চান।

৩। কেউ যদি ব্রিটিশ নাগরিক হতে চায়।

IELTS পরীক্ষা ইংরেজি ভাষার চারটি মডিউল যেমন; Reading, Listening, Speaking এবং Writing এর উপর বিশেষ ভাবে ডিজাইন করে প্রশ্নের উপর হয়ে থাকে। এছাড়াও এমন আরও অনেক ধরনের টেস্ট রয়েছে। যেমন; TOEFL, PTE, Duolingo English Test, OET, TOEIC ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে স্বচ্ছতা, মান এবং গ্রহণযোগ্যতায় IELTS সবচেয়ে সেরা।

IELTS এর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে ESL পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হতে পারে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা মূল্যায়নের শুরুর দিকের কাজগুলো ১৯৫০ - এর দশকে রবার্ট লাডো এবং ডেভিড হ্যারিসের হাত ধরে হয়।

যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম প্রধান স্ট্যান্ডার্ডাইজড পরীক্ষা ছিল English Proficiency Test Battery (EPTB)। ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এই টেস্টের সূচনা হয় এবং পরীক্ষাটি প্রথম ১৯৬৫ সালে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। EPTB তিনটি সাব-টেস্টের একটি সেট দিয়ে listening comprehension, reading comprehension, and reading speed এর দক্ষতা যাচাই করত। এই পদ্ধতিতে writing অথবা speaking এর কোন টেস্ট ছিল না এবং এটাই ছিল এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত EPTB এর টেস্ট ছিল এরপর থেকে IELTS এর যাত্রা শুরু হয়।

১৯৮০ সালে Cambridge English Language Assessment তখন UCLES নামে পরিচিত ছিল এবং British Council এর যৌথ উদ্যোগে English Language Testing Service (ELTS) লঞ্চ করেন যা এখন আমাদের কাছে IELTS নামে পরিচিত। তখন ইংরেজি ভাষা শেখার এবং পড়ানোর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল এই টেস্টের নতুন ফরম্যাটটি খুব ভালোভাবেই সেটাকে প্রতিফল করে। একজন পরীক্ষার্থীর বাস্তবে ইংরেজি ব্যবহারের যে দক্ষতা তা যাচাই করার জন্য এই টেস্টটি ডিজাইন করা হয় বিশেষভাবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কনটেক্সটে।

১৯৮০ দশকে খুবই কম পরীক্ষার্থী এই ফরম্যাটে টেস্টে অংশগ্রহণ করেছিল (১৯৮১ সালে মাত্র ৪০০০ জন এবং পরে ১৯৮৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০০০ জন। তখন এই টেস্টে পরিচালনায় বেশ কিছু ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল। ফলশ্রুতিতে IELTS Revision Project গঠন করে এই টেস্টটিকে আবার পুনরায় ডিজাইন করা হয়। এই কাজে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP), যা বর্তমানে IDP: IELTS Australia নামে পরিচিত, Cambridge English Language Assessment এবং British Council এর সাথে যোগদান করে international IELTS partnership তৈরি করে এবং এই টেস্টের নতুন নাম দেওয়া হয় The International English Language Testing System (IELTS).

এরপর ১৯৮৯ সালে IELTS এর টেস্ট শুরু হয় শুরুতে একজন পরীক্ষার্থীকে দুইটি non-specialised মডিউল; Listening and Speaking এবং দুইটি specialised মডিউল;, Reading and Writing টেস্ট দিতে হত। এরপর থেকেই IELTS এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং প্রতি বছর ১৫% করে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যেই সারা বিশ্বে ২১০টি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রায় ৪৩০০০ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। একই বছর আবার IELTS এর মধ্যে পরিবর্তন আনা হয় এবং ২০০১ সালে Speaking টেস্টে পরিবর্তন আনা হয় এবং সব শেষে ২০০৫ সালে Writing টেস্টের মূল্যায়নে পরিবর্তন আনা হয়। ২০০৩ ছিল IELTS এর জন্য একটি মাইলস্টোন কারণ প্রথমবারের মতন ৫ লক্ষ শিক্ষার্থী এক বছরে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ১১ হাজারেরও অধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষের অধিক মানুষ IELTS পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এই সংখ্যাটা অতি মাত্রায় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা এবং কম উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশগুলো বিশেষভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন। সেই সাথে ইনফরমেশন বিপ্লব এবং ইংরেজি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানের কারণে এই ভাষার দক্ষতার স্বীকৃতি অনেক মূল্যবান হয়ে গিয়েছি। যা বর্তমানে যেকেউকে ক্যারিয়ারে এগিয়ে রাখতে সক্ষম।

ভবিষ্যতে এই ধারা হয়ত অনেক দূর গিয়ে থামবে। যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমাদেশগুলো বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে থাককে ততদিন ইংরেজি ভাষাও সারা বিশ্বের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে থাকবে। এমনকি ধীরে ধীরে হয়ত সারা বিশ্বের একক ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন আর হয়ত IELTS টেস্ট দিতে হবে না। আপনার শিক্ষা কারিকুলামই ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ে IELTS কত শক্তিশালী একটি টেস্ট?

IELTS পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যে একজন non-english speaker এর ইংরেজি পড়ে বোঝার দক্ষতাকে খুব ভালোভাবেই যাচাই করা যায়। যেহেতু এটা নিয়মতান্ত্রিক একটি পরীক্ষার মধ্যেই যাচাই করা হয় তাই শুধুই ইংরেজি ভাষার দক্ষতা নয় সাথে আর কিছু দক্ষতাও লাগে। IELTS পরীক্ষার মান, নিরেপক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতার কারণে যেকোনো দেশের, সংস্কৃতির কিংবা যেকোন লিঙ্গের পরীক্ষার্থীর কাছে এই টেস্টটি নিরপেক্ষ মনে হবে। আফ্রিকান স্টুডেন্টদের কাছে মনে হবে না যে তাদের জন্য প্রশ্ন কঠিন করা হয়। একই ভাবে এশিয়ার বা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে মনে হবে না তাদের জন্য প্রশ্ন কঠিন বা সহজ হয়। সবমিলিয়ে IELTS পরীক্ষাই ইংরেজি ভাষা যাচাইয়ের সবচেয়ে সেরা এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। সারা বিশ্বের প্রায় ১১ হাজারেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, অর্গানাইজেশন এটাকে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের আদর্শ টেস্ট হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের দেশে তুলনামূলক ভাবে IELTS নিয়ে অনেক কনফিউশন বেশি। এমনকি সম্প্রতি একজন প্রতারক গ্রেফতার করা হয়েছে যে একজন পরীক্ষার্থীকে IELTS প্রশ্ন ফাঁস করে দিবে এমন আশ্বাস দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও কমন কিছু মিথ চলে আমাদের দেশে। বাংলাদেশের প্রশ্ন কঠিন হয়, Speaking-এ স্কোর কম দেয়, লিসেনিং-এর স্পিড বেশি থাকে। তবে হ্যাঁ স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার সময়ে অনেকে Cooperative কোন পরীক্ষককে পায় আবার অনেকে একটু কাটখোট্টা টাইপের কাউকে পায়। কিন্তু যদি মনে হয় মার্ক কম দেয়া হয়েছে ,তাহলে কিন্তু Enquiry on Results (EOR) এর সুযোগ আছে। যেখানে আপনি পরীক্ষা দিয়ে যে স্কোর পেয়েছেন তাকে পূর্ণ মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়। স্পিকিং বা রাইটিং এর ক্ষেত্রেই এটা সচরাচর করা হয়।

FAQ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখেন যে যাই বলুক, আর যেখানেই জব করুক, যত ক্ষমতা থাকুক IELTS পরীক্ষায় কোন দুই নাম্বারীর সুযোগ নাই। যদি আপনার ফোকাস ইংরেজির দক্ষতা বৃদ্ধি থেকে সরে অন্যদিকে যায়্তাহলে নিশ্চিত ধরা খাবেন।

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ইংরেজি পড়েও কেন IELTS নিয়ে ভয়?

আমাদের দেশের পাঠ্যসূচিতে বা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজিকে ভাষা হিসাবে পড়ানো হয় না বরং একটি বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। যেমন আমরা স্কুলে সামাজিক বিজ্ঞান পড়ি বা সাধারণ জ্ঞান অথবা গণিত। পরীক্ষায় পাশ করার লক্ষ্য নিয়ে পড়ার কারণে আমরা শুধুই কিছু তথ্য জানি। তাই পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে আমরা তথ্যগুলো ভুলে যাই। সেই সাথে চর্চা না করা বা সুযোগ কম থাকার কারণে আমাদের দক্ষতা অর্জন হয়ে উঠে না। এইজন্য প্রায় ১২-১৩ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ইংরেজি পড়েও আমরা ইংরেজিতে ভালোভাবে কথা বলতে পারি না, বুঝি না বা লিখতেও পাড়ি না। ইংরেজির দুর্বলতা থেকে যায় সারা জীবন।

পরীক্ষা নির্ভর পড়াশোনা করার কারণে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা IELTS কিংবা অন্যান্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দুর্বল বেসিক ও ভোকাবুলারি কম জানা। এই সমস্যাগুলো নিজে নিজে ওভারকাম করা গেলেও সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়তে হয়; কেমন স্টাডি প্ল্যান করবো, কি কি রিসোর্স ফলো করবো কিংবা কীভাবে পড়ব এগুলো নিয়ে। বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ফাঁদে পরে যারা একদম বিগেনার তারা বিভিন্ন রকম প্রতারণার শিকার হয়। মাসের পর মাস কোর্স করেও অনেকেই দেখা যায় আশানুরূপ স্কোর তুলতে পারে না।

IELTS পরীক্ষায় ভালো স্কোর তুলতে হলে আগে বেশ কিছু Skill Build up করতে হবে। গতানুগতিক যে কোচিং সেন্টারগুলো আছে বা অনলাইনে যারা পড়ায়, প্রায় অধিকাংশের পড়ানোর পদ্ধতিতে শুধুই IELTS পরীক্ষার বিভিন্ন পার্টের প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিতে হয় এগুলো শেখানো হয়। কিন্তু ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য যে কতোগুলো স্কিল আগে থেকে থাকা লাগে, এই ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই প্রচুর সময় এবং মেধা অযথা নষ্ট হয়।

IELTS প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়?

১। ইংরেজির দুর্বল বেসিক নিয়েই প্রস্তুতি নেওয়া।

পরীক্ষাকেন্দ্রীক পড়াশোনা করার কারণেই মূলত ইংরেজির বেসিক দুর্বল হয়। অনেকে হয়তো ইংরেজি সাবজেক্টের পরীক্ষায় পাশ করে বা ভালো নম্বর পায়। কিন্তু শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই এমন দুর্বলতা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে। ফলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কিংবা IELTS পরীক্ষার প্রস্তুতি অনেকটা কঠিন মনে হয়।

২। চর্চা না করা ও সুযোগ না পাওয়া।

আমাদের প্রায় অধিকাংশেরই দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজিতে কোনো কিছু তেমন একটা পড়া হয় না। অনেকের হয়তো পড়া ও শোনা হলেও ইংরেজি বলা বা লেখা হয় খুবই কম। এতে জড়তা বেড়ে যায় অনেক। দেখা যায় ইংরেজি শুনে ঠিক বুঝতে পারে কিন্তু বলতে গেলে ঘাম ঝরে যায়। অনেক সাধারণ জিনিসেও সমস্যা থাকে। কিন্তু যাদের চাকুরি কিংবা ব্যবসার কাজে বা পড়ানোর জন্য হলেও ইংরেজির

সাথে থাকতে হয় তাদের কথাটা ভিন্ন। তাদের চর্চা থাকার কারণে খুব সহজেই IELTS বা অন্যান্য ইংরেজি দক্ষতা যাচায়ের পরীক্ষায় সহজেই প্রস্তুতি নিতে পারেন। কিন্তু যাদের চর্চা নেই বা সুযোগ কম তাদের কাছে সাধারণ ইংরেজিতে কথোপকথন অনেকটাই কষ্টসাধ্য মনে হয়।

৩। পর্যাপ্ত ভোকাবুলারি না জানা বা কম জানা।

স্কুল জীবন থেকে কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পরও আমাদের ভোকাবুলারির ভাণ্ডারে খুব বেশি শব্দ মজুদ থাকে না। এর বড় কারণ হলো, আমাদের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য যতটুকু ভোকাবুলারি লাগে এর বেশি আর আমরা শিখি না অথবা দরকার হয় না। এইজন্য আমাদের জানার গণ্ডির বাহিরে কোন শব্দ আসলে আমরা তার অর্থ বুঝি না। ফলে প্রায়ই রিডিং প্যাসেজ আমাদের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় আবার শুনেও অর্থ ধরতে পারি না। তাই সঠিক উত্তর বাছাই করা সম্ভব হয়না। এছাড়াও ইংরেজি বলার বা লেখার ক্ষেত্রে একই শব্দ আমরা বার বার ব্যবহার করি। এই কাজটা ইংরেজিতে কিছু লেখা বা বলার মান অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

৪। জটিল এবং বড় বড় বাক্যের অর্থ বুঝতে না পড়া।

এই সমস্যাটা আমাদের প্রায় অনেকেরই আছে। একটি বাক্য যদি একটু বড় হয় বা জটিল হয় অর্থাৎ কয়েকটি Clause যদি সাথে থাকে তাহলে ঐ বাক্যের অর্থ বুঝতে পারি না। আবার বাক্যের অর্থ কিছুটা ধরতে পারলেও, বাক্যের মাঝে কোন শব্দের অর্থ না জানার কারণে পুরো বাক্যে লেখক কি বুঝিয়েছেন তা আর বোঝা সম্ভব হয় না। IELTS পরীক্ষায় রিডিং প্যাসেজের মধ্যে যখন বড় বড় বাক্য থাকে আর সাথে অজানা ভোকাবুলারি তখন মাথা কেমন যেন আর কাজ করতে চায় না। অনেকের হতাশার একটা বড় কারণ হলো বড় বড় জটিল বাক্য।

৫। ভুল গাইডলাইন ও স্টাডি প্ল্যান ফলো করা।

অনেকেই নিজের প্রকৃত দুর্বলতা না বুঝে স্টাডি প্ল্যান করে। রোগ নির্ণয়ে ভুল হলে চিকিৎসা যত ভালোই হোক না কেন রোগ আর ভালো হবে না। ভুল স্টাডি প্ল্যান হলে পরিশ্রম অনেক করেও আশানুরূপ ফলাফল আসে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। যেমন ধরুন কোন এক শিক্ষার্থীর ইংরেজি পড়ে মূল ভাব বুঝতে পারে না বা ধরতে পারে না, লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন এটা বুঝতে পারে না।এখন এই ছাত্রকে যদি গাইডলাইন দেয়া হয় প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি জার্নাল, নিউজ পেপার কিংবা উপন্যাস পড়তে তাহলে কি তার ইংরেজি বোঝার দক্ষতা বাড়বে? তেমন একটা না। আগে তাকে ইংরেজি বাক্যের গঠন বুঝতে হবে, কীভাবে একটা বাক্যের কোর (মূল অর্থ Subject আর Verb-এর ফাংশন) বের করা জানতে হবে। এটা না বুঝে অনেক ইংরেজি বই পড়লেও ব্যাপক ফায়দা আসবে না। কিন্তু বাক্যটির Subject আর Verb -এর কাজটি কি এগুলো বুঝে বুঝে অল্প পড়লে ব্যাপক ফায়দা হাসিল করা যাবে।

এমন আরও একটি উদাহরণ দেই: অনেকেই লিসেনিং এ ভালো করার জন্য ইংলিশ মুভি, নাটক, নিউজ চ্যানেল দেখতে বলেন। কিন্তু IELTS লিসেনিং এর টেস্টে কিন্তু আপনি কোন ভিডিও দেখেন না শুধু অডিও শুনেন। যখন আপনি ভিডিও দেখেন তখন আপনার ব্রেইন কিন্তু শুধুই লিসেনিং এ মনোযোগ

দিতে পারে না বরং ভিডিও কনটেন্টে মন চলে যায়। বিভিন্ন রকমের মিউজিক এবং ইফেক্ট থাকে। আর এখানে যে ধরনের লিসেনিং আপনারা শোনেন তার সাথে IELTS পরীক্ষার লিসেনিং এর কোনই মিল নেই। আপনি যদি IELTS পরীক্ষার লিসেনিং এ ভালো করতে চান , তাহলে আপনাকে IELTS পরীক্ষায় যেমন অডিও শোনা লাগে ঠিক তেমন অডিও শুনে প্র্যাকটিস করা উচিত। এতে আপনার ফায়দা বেশি হবে।

৬। ভুল রিসোর্স দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করা।

এখন তথ্য বিপ্লবের এবং অধিক হারে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কারণে প্রচুর ফ্রি তথ্য পাওয়া যায়। যার বেশির ভাগই তেমন কাজের না কিংবা অপতথ্য ও ভুল তথ্য। যখন একজন নবীন শিক্ষার্থী, যার এই জগত নিয়ে তেমন জানাশোনা নেই সে কোন বিষয়ে জানার জন্য গুগল বা ইউটিউবে সার্চ করে। যেহেতু তার ঐ বিষয়ে তেমন ভালো জানাশোনা নেই তাই খুব সহজেই মিস ইনফরমেশনের শিকার হয়ে মিস লিডিং হতে হয়।

IELTS প্রস্তুতির জন্য বাজারে এতো বই আর ইন্টারনেটে এতো হাজার হাজার রিসোর্স আছে, কেউ চাইলে সারা জীবন পড়ে বা ভিডিও দেখে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু এর অধিকাংশই তেমন ইফেক্টিভ না। এর ফলে যারা শূন্য থেকে IELTS প্রস্তুতি নিতে চায় তাদের প্রোডাক্টিভ রিসোর্স পেতে অনেক দিন ঘাঁটাঘাটি করতে হয় এবং অনেক ভুল করে, অনেক সময় দেওয়ার পর হয়ত সঠিক তথ্য কিংবা রিসোর্স খুঁজে পায়। এতে প্রচুর সময় এবং শ্রম নষ্ট হয় যা নিশ্চিত হতাশা এমনকি মাঝ পথে ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা বাড়ায় ব্যাপক ভাবে।

৭। মার্কেটিং এর ধাপ্পাবাজির শিকার।

করোনা ভাইরাসের কল্যাণে যখন বিশ্বে ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তখনই ডিজিটাল মার্কেটিং এর বাজার ফুলে ফেঁপে উঠেছে অবিশ্বাস্য হারে। প্রায় প্রতিদিন গুগলে প্রায় ৩০ বিলিয়ন এড দেয়া হয়। একজন টার্গেট কাস্টমারকে প্রডাক্ট বা সেবা গ্রহণ করাতে বিজ্ঞাপনগুলো এমন ভাবে করা হয় যেন আপনার মনোযোগ তাদের কাছে সাত রাজার ধন। বিজ্ঞাপনে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষনের জন্য অনেকেই বেশ ধূর্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এরফলে ব্যাপক মিথ, ভুল তথ্য ছড়ানো এবং কনফিউশন তৈরি হয় ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় দুই ভাবেই। IELTS প্রস্তুতির জার্নিতে একজন বিগেনেইনার খুব সহজেই মার্কেটিং এর ধাপ্পা বাজির খপ্পরে পড়েন।

৮। IELTS অথোরিটির কিছু গোপনীয়তা।

প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লাখের বেশি মানুষ IELTS পরীক্ষা দেয়। শুধু এই একটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা চলে। এর সবচেয়ে বড় কাস্টমার এখন এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষজন। উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ইমিগ্রেশন কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য অনেকেই এখন ইউরোপ বা আমেরিকার দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে প্রচন্ড আগ্রহী। তাই এতো বড় একটি মার্কেটে নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক প্রশ্নেরই একদম ক্লিয়ার উত্তর সরাসরি প্রকাশ করে না।তাই IELTS নিয়ে অটোমেটিক ভাবে তৈরি হয় অনেক মিথ। এর ফলে অনেক প্রশ্নের ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ে।

About the Author

Md. Fozle Rabbi Afsar is an Entrepreneur, Researcher, Author and IELTS Specialist. He studied Chemistry at Jagannath University and Psychology at International Open University. He has participated in numerous training programs offered by globally renowned educational institutions, including specialized mind training at Sabit International.

He is one of the pioneers in introducing the concept of research society in universities as an extracurricular activity to promote research and higher studies abroad. He is the founding president of the Youth Society for Research and Action (YSRA), the country's first non-profit, registered, youth-based research organization dedicated to promote research and higher studies abroad.

He developed the renowned research training program "গবেষণার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ" and has taught more than 10,000 students. He is the author of the best-selling IELTS exam preparation book series in Bangla, "শূন্য থেকে IELTS প্রস্তুতি", which aims to make IELTS preparation easy and affordable for everyone in Bangladesh. He has assisted numerous students in studying abroad by providing mentorship, guidelines and information.

He also served as a Research Secretary for Human Aid and Trust International, a registered human right organization. To empower every citizen of his country, he launched a new startup named BDian, with the tagline 'Learn & Share'.